# এই পৃথিবী একদিন ছেড়ে যেতে হবে

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

# Contents

দরুদ শরীফের ফযিলত..... 5
বয়ান শোনার নিয়ত ..... 5
অনন্য এক শাহজাদা..... 5
গাফলতির (অসচেতনতার) কয়েকটি কারণ ..... 9
তাড়াতাড়ি বা সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যাপার ..... 12
দুনিয়াবী চিন্তায় মগ্ন থাকা ধ্বংসের কারণ..... 13
নিজের কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে..... 14
মানুষ উদাসীনতার মধ্যে রয়েছে..... 14
নিঃশ্বাসের হিসাব..... 16
তাহলে কিসের আনন্দ...?!..... 17
এই নিঃশ্বাসের মালা এবার তো ফুরিয়ে যাওয়ার উপক্রম! ..... 18
আহ! সেই শেষ নিঃশ্বাস..... 18
দুনিয়া যেন ধোঁকায় না ফেলে ..... 19
মৃত্যু হঠাৎ চলে আসবে..... 20
রহস্যময় পাথর (একটি ঘটনা)..... 20
বুদ্ধিমানের করণীয়..... 21
আসল মুসিবত তো কবরগুলোর ভেতরেই রয়েছে ..... 21
নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অঝোর নয়নে কেঁদে ফেললেন...!! ..... 22
মৃত্যুকে স্মরণ করুন!..... 22
১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে অন্যতম একটি কাজ: একদিন আল্লাহর রাস্তায় ..... 24
জানাযার আহকাম ..... 26
ঘোষণা ..... 26
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া ..... 27
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: ..... 27
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: ..... 27
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: ..... 28
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: ..... 28

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: ..... 28
(৬) দরূদে শাফায়াত: ..... 29
(১) এক হাজার দিনের নেকী ..... 29
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: ..... 29
সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ০৫ নভেম্বর ২০২৬ইং ..... 30
জানাযার অবশিষ্ট আহকাম ..... 30
দুনিয়া ও আখিরাতের অপদস্ততা থেকে মুক্তির দোয়া ..... 31
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি ..... 32
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: ..... 33
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী ..... 35
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল ..... 35
মাসিক ৪টি নেক আমল ..... 36
বার্ষিক ৩টি নেক আমল ..... 36
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া ..... 36

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম।)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়ত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়তও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

## দরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَضَى اللهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِيْنَ مِنْهَا لِاٰخِرَتِهٖ وَ ثَلَاثِيْنَ مِنْهَا لِدُنْيَاهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত (১০০) বার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার ১০০টি চাহিদা পূরণ করবেন, তার মধ্যে ৭০টি আখিরাতের এবং ৩০টি দুনিয়ার। **(কানযুল উম্মাল, ১/২৫৫, হাদিস: ২২২৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## বয়ান শোনার নিয়ত

**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

**হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন; নিয়ত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## অনন্য এক শাহজাদা

হযরত বিকির বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: বনী ইসরাঈলের একজন বাদশাহ ছিল, তার নিকট আল্লাহ পাকের দেয়া সবকিছু ছিল, মাল

ও দৌলতের আধিক্যতা ছিল, তার বয়সও অনেক দীর্ঘ হয়েছে। আল্লাহ পাক তাকে কয়েকজন পুত্র সন্তানও দান করেছিলেন।

এসবের পরও তার একটি সমস্যা ছিল, বাদশাহদের সাধারণ এই চিন্তা থাকে যে, তাদের পর তাদের ওয়ারিশ ও উত্তরসূরী কে হবে? এই বাদশাহরও এই চিন্তা ছিল, আল্লাহ পাক পুত্র তো দান করেছিলেন কিন্তু বিষয় ছিল এটা যে, যখন তার পুত্র যুবক হয়ে উঠল তখন ✸ দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল ✸ পশমের তৈরী পোশাক পরিধান করে ✸ জঙ্গলের দিকে বের হয়ে যেত ✸ এবং পাহাড়ে গিয়ে বসবাস করত ✸ গাছের লতা-পাতা খেত ✸ এবং দুনিয়া থেকে দূরে থেকে আল্লাহ পাকের ইবাদতে জীবন অতিবাহিত করত।

এখন বাদশাহর খুবই চিন্তা ছিল যে, সব ছেলেরা তো দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে গেল, এখন রাজত্ব কে সামলাবে? আল্লাহ পাকের ফয়সালা কিছুটা এমন ছিল যে, বাদশাহর পরিবারে আরও একজন বাচ্চা জন্ম নিল। বাদশাহর এই টেনশন ছিল যে, জানিনা তার অন্যান্য ভাইদের মত সেও জঙ্গলে চলে যায় কিনা। অতএব বাদশাহ তার প্রজাদেরকে একত্রিত করল আর বলল: আমার বয়স অনেক হয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে আমার এই ছেলেটাও তার অন্য ভাইদের ন্যায় রাজত্ব ছেড়ে দেবে কিনা নতুবা তোমাদের বাদশাহ ছাড়া থাকতে হবে এবং দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং এখনও এ বাচ্চাই আছে, তোমরা সবাই মিলে এখনই তার হৃদয়ে দুনিয়ার ভালোবাসা ঢুকিয়ে দাও...!!

বাদশাহর হুকুম পালন করা হলো, একটি বড় ঘর বানানো হলো, অনেক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ঘর...!! যার মধ্যে আরাম-আয়েশের সকল সামগ্রী রাখা ছিল। এই শাহাজাদা তার ভেতর বসবাস

করতে রইল, সেখানেই তার ছোটবেলা কাটল, সেখানেই সে যুবক হলো, সে বাহিরের পৃথিবী কখনো দেখেইনি, সে জানতই না যে, এই বিশাল ঘরের দেওয়ালের বাহিরেও একটা পৃথিবী আছে, ওখানেও মানুষ থাকে। একদিন কী হলো শাহজাদা দেয়ালের পাশে ছিল, সে বাহির থেকে মানুষের আওয়াজ শুনল, সে অবাক হয়ে গেল, কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করল: দেয়ালের ওপারেও কি কোন পৃথিবী আছে নাকি? ওখানেও কি মানুষজন থাকে? বলল: জ্বি হ্যাঁ! বাহিরে পুরো একটা পৃথিবী আছে। শাহজাদা জেদ ধরল যে, আমাকে বাহিরের পুরো পৃথিবীটা দেখতে হবে। এই বিষয়টি যখন বাদশাহকে জানানো হলো। বাদশাহ বলল: শাহজাদার মনখুশি করার জন্য আরাম-আয়েশের জিনিস আরও বাড়িয়ে দাও। হুকুমের উপর আমল করা হলো, শাহাজাদা দুনিয়াবী আরাম-আয়েশে মগ্ন হয়ে গেল, বাহিরের পৃথিবী দেখার আগ্রহ চলে গেল, পরের বছর শাহাজাদা বলল: আমাকে বাহিরের পৃথিবী দেখতে হবে। শাহজাদার জেদ ছিল, অবশেষে বাদশাহকে মানতেই হলো, হুকুম হলো: শাহজাদাকে বাহিরে নিয়ে যাও! তবে তার আশেপাশে আরাম-আয়েশের জিনিসপত্রের ব্যবস্থা রাখো!

এই প্রথম রাজকুমার সেই বিশাল রাজপ্রাসাদ থেকে বাইরে পা রাখল। কী দারুণ তার জাঁকজমক! সোনা, রুপা ও হিরে-মুক্তায় খচিত সওয়ারি; আর তার সাথে চলছে মানুষের এক বিশাল জনস্রোত। এভাবেই রাজকীয় ব্যবস্থাপত্র ও শৌর্যবীর্যে রাজকুমার শহর পরিদর্শনে বের হলো। পথের মাঝে সে এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে পেল এবং জিজ্ঞেস করল, "এ কে? আর এর কী হয়েছে?" তাকে জানানো হলো, "এ অসুস্থ।"

রাজকুমার তো এত দিন অত্যন্ত জাঁকজমক ও বিলাসিতার মধ্য দিয়েই জীবন কাটিয়েছিল; সে কখনো অসুস্থই হয়নি, রোগব্যাধির কোনো

ধারণাও তার ছিল না। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "মানুষ কি কখনো অসুস্থও হয়? সবাই কি অসুস্থ হয়, নাকি কোনো বিশেষ জাতির মানুষেরই রোগ হয়?" তাকে বলা হলো, "সবাই অসুস্থ হতে পারে।" সে আবার জিজ্ঞেস করল, " আমিও কি অসুস্থ হতে পারি?" তাকে জানানো হলো, "হ্যাঁ, আপনিও অসুস্থ হতে পারেন!" এ কথা শুনে রাজকুমার আক্ষেপ করে বলল, "কী আফসোস...!! এ তো বড়োই অর্থহীন জীবন।"

বাদশাকে সমস্ত পরিস্থিতি খুলে বলা হলো। বাদশাহ বললেন, "এই অবস্থা দীর্ঘায়িত হওয়ার আগেই এই রাজকুমারও তার ভাইদের মতো জঙ্গল বা বনের পথ না ধরুক। তার জন্য দুনিয়াবি সুখ-ভোগ ও আনন্দের সমস্ত আয়োজন করো!" নির্দেশমতো কাজ করা হলো, রাজকুমার নানাবিধ ভোগবিলাসে মেতে উঠল। পরকালের চিন্তার সেই অনুভূতি তার মন থেকে একেবারে মুছে গেল। এভাবে করতে করতে আরও একটি বছর কেটে গেল।

পরের বছর রাজকুমার আবার বলল, "আমাকে বাইরের দুনিয়া দেখতে হবে।" ফলে রাজকুমার আবারও জাঁকজমক ও শান-শওকতের সাথে বাইরে বের হলো। এবার সে দেখতে পেল, একটি জানাযার (লাশ) কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করল, "এটা কী?" তাকে জানানো হলো, "এটি একজন মানুষ, যিনি মারা গেছেন।"রাজকুমারের জানা ছিল না মৃত্যু কী জিনিস; সে কখনো মানুষ মারা যেতে দেখেনি। তাই সে অবাক হয়ে বলল, "আমাকে এই মানুষটির কাছে নিয়ে চলো!" লাশটি রাজকুমারের সামনে রাখা হলো। সে বলল, "তাকে বসিয়ে দাও!" লোকজন বলল, "এ তো আর বসতে পারবে না।" সে বলল, "তার সাথে কথা বলো!" লোকজন বলল, "এ তো কথাও বলতে পারবে না।" সে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে এখন তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?" জানানো হলো, "মাটির নিচে দাফন করতে।"

সে আবার জিজ্ঞেস করল, "এর পর কী হবে?" জানানো হলো, "এর পর হাশর হবে।"রাজকুমার জিজ্ঞেস করল, "এই হাশর আবার কী?" উত্তর দেওয়া হলো, "হাশর হলো সেই দিন, যেদিন সমস্ত মানুষ আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হবে এবং সবাইকে তাদের কর্মের ফল বা শাস্তি দেওয়া হবে।"রাজকুমার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই দুনিয়ার পরেও কি অন্য কোনো দুনিয়া আছে?" জানানো হলো, "হ্যাঁ, আছে।" এ কথা শোনার পর রাজকুমারের মনে পরকালের চিন্তা গভীরভাবে জেঁকে বসল। রাজকুমার সওয়ারি থেকে নেমে নিজের চেহারায় মাটি মেখে নিল এবং আর্তনাদ করে বলল, "আহ্...! আমার এতে ভয় করছে। আহ্! শীঘ্রিই আমারও মৃত্যু আসবে। হ্যাঁ! হ্যাঁ! আমারও একজন রব (প্রতিপালক) আছেন, যিনি রিযিক দান করেন, হাশরও ঘটাবেন এবং আমার কাজের প্রতিদানও দেবেন। হে লোকসকল! এটিই আমার ও তোমাদের শেষ দেখা।"এরপর রাজকুমার প্রাসাদে ফিরে এল। রাত ঘনালে সেও তার ভাইদের মতো পশম বা চুল দিয়ে তৈরি রুক্ষ পোশাক পরল এবং মহান আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে জঙ্গলের পথ ধরল। **(আত-তাওয়াবিন লি-ইবনি কুদামা, পৃ: ৫৩-৫৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## গাফলতির (অসচেতনতার) কয়েকটি কারণ

হে **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সৌভাগ্যবান সেই রাজকুমারের ওপর আল্লাহর কী অপার কৃপা ছিল...!! সে তার পুরো জীবন আরাম-আয়েশ ও বিলাসবহুলতায় কাটিয়েছিল। বাদশা ও তার প্রজারা মিলে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল যেন রাজকুমারের মনোযোগ কোনোভাবেই পরকালের দিকে না যায়। তাকে দুনিয়াবি সুখ-ভোগের সমস্ত উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছিল

এবং নানাভাবে তার মনে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু রাজকুমারের সৌভাগ্য যে, মাত্র একটি...! কেবল একটি জানাযা দেখেই সে শিক্ষা গ্রহণ করল এবং পরকালের প্রস্তুতিতে মশগুল হয়ে গেল।

আহ! আর আমরা কেমন! ✸ আমরা প্রতিদিন জানাযা উঠতে দেখি ✸ মসজিদে মৃত্যুর ঘোষণা শুনতে পাই ✸ খবর পাই: আজ অমুকের ছেলে অমুক ইন্তেকাল করেছেন ✸ আমরা জীবনে হয়তো বহু জানাযায় শরীক হয়েছি ✸ অনেক মৃতদেহ নিজ হাতে কবরে নামিয়েছি ✸ কিন্তু আফসোস! আমরা এর থেকে শিক্ষা নিই না। অথচ আমরা জানি যে, আমাদের পরিণতিও এটাই ✸ আজ অমুকের মৃত্যুর ঘোষণা আসছে, কাল আমারটাও আসবে ✸ আজ অমুকের জানাযা উঠেছে, অচিরেই আমার জানাযাও উঠবে ✸ আজ অমুককে কবরের গর্তে নামানো হয়েছে, কাল আমাকেও এখানেই পৌঁছাতে হবে তবুও আমরা শিক্ষা নিই না, কী আফসোস!

✸ প্ররোচনাকারী মন (নফসে আম্মারা, যা পাপে প্ররোচিত করে) আমাদের ওপর বিজয়ী হয়ে আছে ✸ শয়তান আমাদের গাফলতিতে বা অসচেতনতায় ফেলে রেখেছে ✸ গুনাহের কাজ আমাদের অন্তর মলিন করে দিয়েছে ✸ দুনিয়ার মোহ আমাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছে ✸ আমাদের আশা অনেক দীর্ঘ ✸ ২৪ ঘণ্টা শুধু খাওয়া-উপার্জনের চিন্তা ✸ দুনিয়াবী ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা ✸ আজ আমি এখানে আছি ✸ কাল, পরশু, এক সপ্তাহ পরে বা এক মাস পরে কোথায় গিয়ে পৌঁছাব? ✸ মানুষ আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা করছে, এমনকি পঞ্চাশ বছরেরও পরিকল্পনা করে রাখছে।

আমরা জানি যে আমাদের একদিন মরতে হবে, এটাও জানি যে মৃত্যু যেকোনো মুহূর্তে আসতে পাওে তার পরও না জানি কেন মনের কোথাও না কোথাও এই ধারণাটি সুপ্ত থাকে যে: ✸ আমার তো এখনই মৃত্যু আসবে না ✸ আমাকে তো আরও বাঁচতে হবে ✸ এখনো তো সন্তানদের বিয়ে দিতে হবে ✸ এরপর নানা-দাদা হতে হবে ✸ বার্ধক্যও দেখতে হবে ✸ তারপর কোথাও গিয়ে মৃত্যু আসবে। কেবল এই গাফলতিভরা ধারণাটিই আমাদের দীর্ঘ আশার মধ্যে লিপ্ত রাখে। কখনো ✸ মোবাইল চালাতে চালাতে ✸ সোশ্যাল মিডিয়ায় অনর্থক বিষয় দেখতে দেখতে ✸ খবরের কাগজে খবর পড়তে পড়তে মৃত্যু, কবর ও পরকাল সংক্রান্ত কোনো খবর বা পোস্ট সামনে চলে এলেও আমরা জেনেশুনে তা এড়িয়ে যাই, তা থেকে শিক্ষা নিই না। এই মানসিকতা তৈরি হয়ে থাকে যে, এই পোস্টটি তো আমার জন্য নয়! কিন্তু এটি নিছক একটি ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। যেমন প্রবাদ আছে, বিড়াল দেখে কবুতর চোখ বন্ধ করে নেয় এবং মনে করে যে সে বিড়াল থেকে লুকিয়ে গেছে কিন্তু আসলে তা হয় না; যখন বিড়াল তাকে চেপে ধরে, তখন বুঝতে পারে যে সে কত বড় অসচেতনতায় ছিল। মৃত্যুর ব্যাপারে আমাদের অবস্থা প্রায় এমনই। আমরা মনে মনে ভেবে রাখি যে আমার তো এখনই মৃত্যু আসবে না, অথচ মৃত্যু তো আসবেই, অবশ্যই আসবে। কবে আসবে? কে জানে কবে আসবে! যখন মহান আল্লাহর আদেশ হবে, তখনই আসবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ

**(পারা: ২৮, সূরা: মুনাফিকুন, আয়াত: ১১)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আর কখনো আল্লাহ কোন প্রাণকে অবকাশ দেবেন না যখন তার প্রতিশ্রুতি (নির্ধারিত সময়) এসে পড়বে ।

অর্থাৎ, মনে রেখো যখন আল্লাহর নির্ধারিত সময় (মৃত্যুর ওয়াদা) এসে যাবে, তখন তিনি কোনো প্রাণকেই এক মুহূর্তের জন্যও অবকাশ বা সময় দেবেন না। আর তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত; তিনি তোমাদের প্রতিটি কাজের প্রতিদান দেবেন। **(সিরাতুল জিনান, পারা: ২৮, সূরা: মুনাফিকুন, ১১ নম্বর আয়াতের পাদটীকা, খণ্ড: ১০, পৃ: ১৭২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## তাড়াতাড়ি বা সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যাপার

সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: একদিন আমি ও আমার সম্মানিত পিতা আমাদের মাটির কাঁচা ঘরের মেরামত করছিলাম। এমন সময় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখান থেকে অতিক্রম করলেন। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞেস করলেন, مَا هٰذَا يَا عَبْدَ اللهِ؟ হে আব্দুল্লাহ! এ কি করছ?" আমি আরজ করলাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের কাঁচা ঘরটি একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাই এর মেরামত করছি।" তিনি ইরশাদ করলেন, "اَلْاَمْرُ اَسْرَعُ مِمَّا تَرَوْنَ" অর্থাৎ, "হে আব্দুল্লাহ! ব্যাপারটি তোমরা যা ভাবছ, তার চেয়েও অনেক বেশি দ্রুতগতির।" **(আদাবুল বায়হাকী, পৃ: ২৯০, হাদিস: ৮৭৯)**

اللهُ! اللهُ! এটি হলো রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর অমূল্য শিক্ষা। আমরা তো ঘরের মেরামত ও নির্মাণকাজ করেই থাকি, এটি জায়িযও বটে; কিন্তু রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের এই বলে সতর্ক করলেন যে, হে আব্দুল্লাহ! তুমি এই মাটির ঘরের চিন্তা করছ, এর মেরামত করছ; অথচ হতে পারে এই ঘরটি দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়ার আগেই মৃত্যু চলে এল, এই ঘরটি এখানেই থেকে গেল আর তুমি কবরে নেমে গেলে...! তাই ঘরের

মেরামত নিজের জায়গায় ঠিক আছে, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি জরুরি হলো পরকালের প্রস্তুতি।

## দুনিয়াবী চিন্তায় মগ্ন থাকা ধ্বংসের কারণ

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** একটু ভেবে দেখার বিষয় হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নতুন কোনো সুরম্য প্রাসাদ বা বিশাল কোনো অট্টালিকা তৈরি করছিলেন না; সেটি ছিল মাটির তৈরি একটি সাধারণ কাঁচা ঘর, যা বৃষ্টি ইত্যাদির কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তিনি কেবল সেটির মেরামত করছিলেন। এরপরও রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "হে আব্দুল্লাহ! মৃত্যু এর চেয়েও অনেক দ্রুত চলে আসার সম্ভাবনা রাখে।"

আহ! দুনিয়ার চিন্তাই প্রতিনিয়ত আমাদের কুরে কুরে খায় ✸ আমরা কী খাব? ✸ কী পরব? ✸ সকালের খাবার তো জুটেছে, সন্ধ্যার খাবার কোথায় পাব? ✸ ভবিষ্যৎ কেমন হবে? ✸ বার্ধক্য কীভাবে কাটবে? ✸ সন্তানদের ভবিষ্যৎ কেমন হবে? ✸ একটি ব্যবসা তো চলছে, এবার দ্বিতীয়টি কীভাবে চালু করব? ✸ এক জায়গা থেকে তো ভালো আয় হচ্ছে, আয়ের আরও পথ কীভাবে বাড়াব? ✸ গাড়ি, কোঠি ও বাংলো কীভাবে অর্জন করব? ✸ ইশ! যদি আমি রাতারাতি ধনী হয়ে যেতে পারতাম! ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার রকমের দুশ্চিন্তা আমরা মনে পুষে রাখি। এসব ভাবনায় আমাদের সকাল হয়, এসব ভাবনায় রাত কাটে এবং এভাবেই জীবন ফুরিয়ে যায়। ইশ! আমাদের যদি পরকালের প্রকৃত চিন্তা নসিব হতো! সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত হুযুরে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে

কেবল একটি মাত্র চিন্তা অর্থাৎ 'পরকালের চিন্তায়' পরিণত করে, আল্লাহ পাক তার দুনিয়ার চিন্তার জন্যও যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা দুনিয়ার নানা অবস্থায় মগ্ন থাকে, আল্লাহ পাকের তাতে কোনো পরোয়া থাকে না যে সে কোন উপত্যকায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।"

**(ইবনে মাজাহ, কিতাবুজ জুহুদ, পৃ: ৬৮৮, হাদিস: ৪১০৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## নিজের কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে

হে প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা এই দুনিয়ায় এসেছি, সুতরাং আমাদের মরতেই হবে, কবরে নামতেই হবে এবং নিজেদের কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿۳۸﴾

**(পারা: ২৯, সূরা: মুদ্দাসসির, আয়াত: ৩৮)**

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: প্রত্যেক আপন কৃতকর্মের মধ্যে বন্ধনীকৃত।

জানা গেল যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের বদৌলতে আবদ্ধ (বন্ধক)। যে-ই এই দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে অবশ্যই কবরে নামতে হবে এবং নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হবে।

## মানুষ উদাসীনতার মধ্যে রয়েছে

আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন:

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۱﴾

**(পারা: ১৭, সূরা: আম্বিয়া, আয়াত: ১)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** মানুষের হিসাব-নিকাশ আসন্ন এবং তারা অলসতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে দুনিয়া প্রত্যাশীরা! তুমি আল্লাহর ভালোবাসা, আখিরাতের নেয়ামত এবং জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখময় ও শান্তিময় জীবনের বিনিময়ে দুনিয়ার অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল ভোগ-বিলাসকে বেছে নিয়েছ। তোমাকে কে এই পরামর্শ ও সান্ত্বনা দিল যে তুমি এমন ক্ষতিকারক ব্যবসা করলে? তোমার এই দুনিয়াবি জীবনটাই বা কী? এটি তো এমনভাবে পেরিয়ে যাবে যেমন পানিতে বাতাসা (চিনি দিয়ে তৈরি এক ধরণের মিষ্টি) গলে যায়; এরপর তোমাকে এক সংকীর্ণ ও অন্ধকার কবরে শুইয়ে দেওয়া হবে, যেখানে তুমি পাশ পর্যন্ত বদলাতে পারবে না। অতপর প্রকৃত মালিক অর্থাৎ মহান আল্লাহ তোমার এমন হিসাব নেবেন, যাতে বিন্দুমাত্রও কমবেশি হবে না; তোমাকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে।" **(আবিয়াতে বাহু, পৃ: ৩২৫, সংক্ষেপিত)**

**হে আশিকানে রাসূল!** একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন! সেটি এক অসহায়ত্বের দিন হবে, কেমন নিঃসঙ্গতা হবে, আমরা কতটা সহায়হীন হব, যখন মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام উপস্থিত হবেন, শ্বাস আটকে আসবে, শেষ হিচকি উঠবে এবং শরীর থেকে রুহ আলাদা হয়ে যাবে। আহ! সেদিন না কোনো বাদশার বাদশাহী তাকে বাঁচাতে পারবে, না কোনো গরিবের দারিদ্র্যের ওপর দয়া করা হবে, না কারো জোর খাটবে, আর না কোনো দুর্বল ব্যক্তির দুর্বলতার অজুহাত গ্রহণ করা হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

# নিঃশ্বাসের হিসাব

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমাদের সমাজে সাধারণত আমাদের জীবনের হিসাব বছর দিয়ে করা হয়। যেমন আমি এত বছর বয়সের হয়েছি, এটি আমার ২৫তম জন্মদিন, এখন আমার ৩৫তম জন্মদিন। কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, দুনিয়ায় আসার পর আপনার কত মাস অতিবাহিত হয়েছে? হয়তো সে এই উত্তর জানে না। যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, দুনিয়ায় আসার পর আপনার কত দিন কেটে গেছে? তবে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে হয়তো কোনো একজন কষ্টেসৃষ্টে তা বলতে পারবে। আর যদি ঘণ্টা ও মিনিটের হিসাব জিজ্ঞেস করা হয়, তবে এর খবর তো কারো কাছেই থাকবে না!

তবে মনে রাখবেন! মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের জীবনের হিসাব বছর দিয়ে হয় না, মাস দিয়েও হয় না, দিন, ঘণ্টা বা মিনিট দিয়েও হয় না; বরং তা হয় নিঃশ্বাস দিয়ে। অর্থাৎ, আমরা দুনিয়ায় আসার পর কত বছর কেটে গেছে এই হিসাব করি, আর রবের দরবারে এই হিসাব করা হয় যে, সে দুনিয়ায় কতটি নিঃশ্বাস গ্রহণ করেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿۸۴﴾

**(পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াত: ৮৪)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি।

তাফসীরে দুররে মানসূরে এই আয়াতের অধীনে রয়েছে: "বান্দা দুনিয়ায় যে নিঃশ্বাসগুলো গ্রহণ করে, সেই নিঃশ্বাসগুলোরও হিসাব রাখা হচ্ছে।" **(দুররে মানসূর, পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াত ৮৪-এর নিচে, খণ্ড: ৫, পৃ: ৫৩৮)**

!اللہ !اللہ **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** কত শিক্ষণীয় বিষয় এটি! বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, আমরা প্রতিদিন ১৭ থেকে ৩০ হাজার পর্যন্ত নিঃশ্বাস গ্রহণ করে থাকি। এবার একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন! আমরা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলাম অনর্থক কাজে মগ্ন ছিলাম, গুনাহে লিপ্ত ছিলাম বিনোদনের জন্য বের হয়েছিলাম এমতাবস্থায় আমরা হয়তো মনে করি যে, খুব বেশি সময় তো লাগেনি, বিনোদনের জন্য তো মাত্র একটা দিনই রেখেছি। আনন্দ-ফুর্তি তো মাত্র কয়েক ঘণ্টাই করেছি, মোবাইল চালাতে চালাতে তো সবেমাত্র আধা ঘণ্টা হয়েছে। আমরা এভাবেই দিন ও ঘণ্টার হিসাব করতে থাকি; কিন্তু মহান আল্লাহর দরবারে হিসাব হয় নিঃশ্বাসের! সেখানে এই হিসাব হয় যে, এই বান্দা কতটি নিঃশ্বাস অনর্থক কাজে কাটিয়ে দিয়েছে, কতটি নিঃশ্বাস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোস্ট দেখতে দেখতে পার করেছে, কতটি নিঃশ্বাস পাপাচার ও গুনাহের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে, এবং কতটি নিঃশ্বাস নেক আমল থেকে দূরে সরে গিয়ে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে গিয়ে দুনিয়াবি ভোগ-বিলাসে ব্যয় করেছে।

## তাহলে কিসের আনন্দ...?!

হযরত ইবনু সিমাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর সামনে একবার এই পবিত্র আয়াতটি পাঠ করা হলো:

اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿۸۴﴾

**(পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াত: ৮৪)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি।

তিনি বলেছেন: যখন নিঃশ্বাসগুলো গোনা হয় এবং সেগুলো খুবই সংক্ষিপ্তও বটে, তবে তো ব্যাপারটি কত দ্রুত ফুরিয়ে যাবে! এক বুযুর্গ বলেন: "তুমি এমন জীবনের ওপর কীভাবে আনন্দিত হতে পারো, যাকে প্রতি মুহূর্তে নিঃশ্বাসগুলো কেটে কেটে শেষ করে দিচ্ছে?"

**(রূহুল বয়ান, পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াত ৮৪-এর পাদটীকা, খণ্ড: ৫, পৃ: ৩৫৯)**

## এই নিঃশ্বাসের মালা এবার তো ফুরিয়ে যাওয়ার উপক্রম!

ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "তাড়াতাড়ি করো! তাড়াতাড়ি করো!! তোমাদের জীবনটা আসলে কী? এগুলো তো কেবল সেই নিঃশ্বাসগুলোই, যা থেমে গেলেই তোমাদের সেই আমলগুলোর সিলসিলাও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, যার মাধ্যমে তোমরা মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো। আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুক, যিনি নিজের আত্মপর্যালোচনা করেছেন এবং নিজের গুনাহের ওপর কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছেন।" এটি বলার পর তিনি এই পবিত্র আয়াতটি তিলাওয়াত করেন:

**(ইহইয়াউল উলূম, কিতাবু যিকরিল মউতি ও মা বা'দাহ, আল-বাবুস সানি ফি তূলিল আমল... খণ্ড: ৪, পৃ: ৫৫৭)**

اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿۸۴﴾

**(পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াত: ৮৪)**

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## আহ! সেই শেষ নিঃশ্বাস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই দুনিয়া নশ্বর, আমরাও নশ্বর, আমাদের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামও নশ্বর। সময় একটি তীক্ষ্ণ তরবারির মতো আমাদের জীবনকে কাটতে কাটতে বয়ে চলেছে। আহ! অচিরেই নিঃশ্বাসের হিসাব

ফুরিয়ে আসবে, শেষ হিচকি উঠবে, শরীর ছটফট করবে, রুহ বেরিয়ে যাবে, আমাদের হৃদস্পন্দন এক পলকে থেমে যাবে এবং এরপর আমাদের এক অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেওয়া হবে। সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا যখন এই পবিত্র আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন:

اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمۡ عَدًّا ﴿۸۴﴾

**(পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াত: ৮৪)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি।

তখন তিনি কেঁদে ফেলতেন এবং বলতেন: "সেটি হবে শেষ নিঃশ্বাস, যখন রুহ কবজ করে নেওয়া হবে।" "সেটি হবে শেষ নিঃশ্বাস, যা পরিবার-পরিজন থেকে চিরতরে আলাদা করে দেবে।" "আহ...!! সেটি হবে শেষ নিঃশ্বাস, এরপর তোমাকে কবরে নামিয়ে দেওয়া হবে।"

**(রূহুল বয়ান, পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াত ৮৪-এর পাদটীকা, খণ্ড: ৫, পৃ: ৩৫৯)**

## দুনিয়া যেন ধোঁকায় না ফেলে

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সেই মুহূর্ত আসার আগে এবং আমাদের নিঃশ্বাস ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আমাদের গাফিলতি থেকে জেগে ওঠা উচিত। দুনিয়া হলো ধোঁকার ঘর; তাই আমাদের এই ধোঁকা থেকে বেরিয়ে আখিরাতের প্রস্তুতিতে মশগুল হয়ে যাওয়া উচিত। মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَا

**(পারা: ২২, সূরা: ফাতির, আয়াত: ৫)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** হে মানবকুল! নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং কখনো যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে পার্থিব জীবন।

## মৃত্যু হঠাৎ চলে আসবে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এক ব্যক্তিকে নসিহত করতে গিয়ে বললেন: "হে ভাই! তুমি কি জানো যে, মৃত্যু তোমার সামনেই রয়েছে এবং তা হঠাৎ করেই চলে আসবে? কে জানে তোমার কাছে সকাল আসবে নাকি সন্ধ্যা, রাত আসবে নাকি দিন? এরপর ভীতিপ্রদ কবর এবং মুনকার-নাকিরের মুখোমুখি হতে হবে, আর এরপর কিয়ামতের সেই দিন আসবে, যেদিন বাতিল পন্থীদের চরম লোকসান ও ক্ষতি হবে।"

**(শুআবুল ঈমান, বাব ফি হিফজিল লিসান, খণ্ড: ৪, পৃ: ২১৪, হাদিস: ৪৮৩৪)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

## রহস্যময় পাথর (একটি ঘটনা)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** মৃত্যু তো আসতেই চলেছে, আমরা এখান থেকে চলেই যেতে চলেছি। আহ! আমরা তো দুনিয়ায় একবারই এসেছি। একবার এই নিঃশ্বাস ফুরিয়ে গেলে এবং আমরা মৃত্যুর পথে কবরে নেমে গেলে, ব্যস! এরপর আর কখনো ফিরে আসব না। হযরত আবু যাকারিয়া তাইমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: খলিফা সুলাইমান বিন আবদুল মালিক মাসজিদুল হারাম শরীফে উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে একটি পাথর আনা হলো যাতে কিছু একটা লেখা ছিল। তিনি এমন এক ব্যক্তিকে ডাকার নির্দেশ দিলেন যিনি তা পড়তে পারেন। ফলে বিখ্যাত তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ওয়াহাব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ উপস্থিত হয়ে তা পড়েন। তাতে লেখা ছিল: "হে আদম সন্তান! যদি তুমি তোমার মৃত্যুর নিকটবর্তী হওয়া সম্পর্কে জানতে পারতে, তবে দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিহার করে নিজের নেক আমল বাড়িয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে এবং লোভ-লালসা ও দুনিয়া অর্জনের চিন্তা কমিয়ে দিতে।

(মনে রেখো!) যদি তোমার পা পিছলে যায়, তবে কিয়ামতের দিন তোমাকে লজ্জিত হতে হবে তোমার পরিবার-পরিজন তোমার প্রতি বিরক্ত হয়ে যাবে এবং তোমাকে কষ্টে নিপতিত রেখে চলে যাবে তোমার বাবা-মা এবং নিকটাত্মীয়রাও তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তোমার সন্তানাদি ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনও তোমার সাথে থাকবে না। অতএব, তুমি আর কখনো ফিরে দুনিয়ায় আসতে পারবে না এবং নেক আমলও বাড়াতে পারবে না। সুতরাং, করুণ পরিস্থিতি ও লজ্জিত হওয়ার সময় আসার আগেই আখিরাতের জন্য আমল করে নাও।" **(যাম্মুল হাওয়ী, আল-বাবুল খামসূন... পৃ: ৫০১, হাদিস: ৮৪৪)**

## বুদ্ধিমানের করণীয়

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত নিজের বিগত জীবনের আত্মপর্যালোচনা করা নিজের গুনাহের ওপর লজ্জিত হয়ে খাঁটি তাওবা করা দীর্ঘ হায়াতের আশার ধোঁকায় না পড়ে অবিলম্বে কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য নেক আমলে মশগুল হয়ে যাওয়া, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের ভালোবাসায় পড়ে নেক আমল ছেড়ে না দেওয়া এবং গুনাহে লিপ্ত না হওয়া; কারণ এগুলোর সঙ্গ তো কেবল মুহূর্তের, আর নেক আমল কবর, আখিরাত এমনকি দুনিয়াতেও কাজে আসবে।

## আসল মুসিবত তো কবরগুলোর ভেতরেই রয়েছে

নবী দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি যখন কবরগুলোর দিকে তাকাতেন, তখন বলতেন: "উপর থেকে এই কবরগুলো দেখতে কতই না সুন্দর লাগে; কিন্তু আসল মুসিবত তো এগুলোর ভেতরেই রয়েছে! !الله !الله হে আল্লাহর বান্দারা...! দুনিয়ায় মগ্ন

হয়ে যেও না! নিশ্চয়ই কবর হলো আমলের ঘর, নেক আমল করে নাও! এ বিষয়ে কোনো ধরনের গাফিলতি কারো না...!!"

**(বুস্তানুল ওয়ায়েজিন, মাজলিস ফি যিকরিল কুহুর, হিকায়াতুন আনিল হুসাইন, পৃষ্ঠা: ১৫৭)**

## নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অঝোর নয়নে কেঁদে ফেললেন...!!

সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফের রেওয়াতে রয়েছে, হযরত বারা ইবনে আজিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একদিন আমরা আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সাথে একটি জানাযায় শরিক ছিলাম। দাফনের সময় তিনি কবরের কিনারায় উপবিষ্ট হন এবং অঝোরে কাঁদতে শুরু করেন। তিনি এতটাই কাঁদলেন যে, কবরের মাটি ভিজে গেল। এরপর ইরশাদ করলেন: لِمِثْلِ هٰذَا فَاَعِدُّوْا অর্থাৎ এর জন্যই প্রস্তুতি গ্রহণ করো...!

**(ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহদ, বাব: আল-হুযনু ওয়াল বুক্বা, পৃ: ৬৮১, হাদিস: ৪১৯৫)**

## মৃত্যুকে স্মরণ করুন!

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই দুনিয়া আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য নির্দিষ্ট। আমাদের উচিত মৃত্যুকে স্মরণ করা, আখিরাতের চিন্তা নিজেদের মধ্যে ধারণ করা এবং নেক আমলে মন দেওয়া। এমন একটি কাজ রয়েছে, সেটি যদি আমরা করতে পারি তবে আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে; আর সেই একটি কাজ হলো: মৃত্যুর স্মরণ। আমরা যখন কবরকে ভুলে যাই, তখন অন্তরে গাফিলতি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, কবরকে ভুলে যাওয়ার ফলেই মানুষ অহংকার করে কবরকে ভুলে যাওয়ার ফলেই মানুষ আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হয়, কবরকে ভুলে যাওয়ার ফলেই মানুষ নামায কাযা করে, কবরকে ভুলে যাওয়ার ফলেই মানুষ গুনাহের বাজার গরম করে,

কবরকে ভুলে যাওয়ার ফলেই মানুষ নেক আমল থেকে দূরে থাকে, কবরকে ভুলে যাওয়ার ফলেই মানুষ ধোঁকাবাজি করে, ঝগড়া-বিবাদ ও দুনিয়ার পঙ্কিলতায় জড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, আমরা যদি কবরকে স্মরণ রাখি এবং মৃত্যুর কথা নিয়মিত স্মরণ করতে থাকি, اِنْ شَآءَ اللّٰهُ الْكَرِيْم ! একজন ভালো মুসলিম হতে আমরা অবশ্যই সফল হব। অতএব, মৃত্যুকে স্মরণ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন! মৃত্যুর কল্পচিত্র মনে আঁটুন! ✸ হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো; কারণ তা গুনাহ দূর করে এবং দুনিয়ার প্রতি অনীহা তৈরি করে।" **(তাযকিরাতুল কুরতুবি, বাব যিকরিল মউতি ওয়াল ইস্তি'দাদি লাহা, পৃ: ৭)** ✸ হযরত সুফিয়ান সাওরি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: আমাদের এক বুযুর্গ এই কথা জানিয়েছেন যে, হুযুরে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে এই অসিয়ত করেছিলেন যে, তুমি মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো, তা তোমাকে অন্যান্য দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রাখবে। **(মাওসুআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, আশ-শুকরু লিল্লাহ, খণ্ড: ১, পৃ: ৫২০, হাদিস: ১৬৫)** ✸ হযরত দাক্কাক رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করে, সে তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে সম্মান লাভ করে: (১) সে দ্রুত তাওবা করার তৌফিক পায়, (২) সে প্রতুষ্টি বা অল্পতুষ্টতার দৌলত লাভ করে, এবং (৩) ইবাদতে উদ্যম ও চটপটে ভাব নসীব হয়।

তিনি আরও বলেন: আর যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভুলে যায়, সে তিনটি বিপদে নিপতিত হয়: (১) তাওবায় বিলম্ব করা, (২) প্রয়োজন পরিমাণ রিযিকে সন্তুষ্ট না হওয়া, এবং (৩) ইবাদতে অলসতা। **(তাযকিরাতুল কুরতুবি, বাব যিকরিল মউতি ওয়াল ইস্তি'দাদি লাহা, পৃ: ৯)** হযরত কা'বুল আহবার رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: যে ব্যক্তি মৃত্যুকে চিনে নেয় (অর্থাৎ উপলব্ধি করে), তার ওপর দুনিয়ার দুঃখ-মুসিবত সহজ হয়ে যায়। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড: ৬, পৃ: ৪৩, হাদিস: ৭২৭৭)** হযরত ইমাম

হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি অন্তরে মৃত্যুর স্মরণ বসিয়ে নেয়, তার ওপর দুনিয়ার সমস্ত মুসিবত সহজ হয়ে যায়। **(মাওসুয়াতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবু যিকরিল মউত, খণ্ড: ৫, পৃ: ৪৩২, হাদিস: ১২৯)** এক নারী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا -এর দরবারে অন্তরের কাঠিন্যের অভিযোগ করলে তিনি বলেন: "মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো, তোমাদের অন্তর নরম হয়ে যাবে।" **(মাওসুয়াতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবু যিকরিল মউত, খণ্ড: ৫, পৃ: ৪৪২, হাদিস: ১৫৬)** হযরত ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ -কে জিজ্ঞেস করলেন: "তোমরা কি সবাই জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও?" তাঁরা আরজ করলেন: হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিনি বললেন: "তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সংক্ষিপ্ত করো! মৃত্যুকে চোখের সামনে রাখো এবং মহান আল্লাহর প্রতি লজ্জার হক আদায় করো!" **(আয-যুহদ লি ইবনিল মুবারক, বাবুল হারাবি মিনাল খতায়া ওয়াল যুনূব, পৃ: ১২৬, হাদিস: ৩১৭)** আল্লাহ পাক আমাদের আখিরাতের চিন্তা নসীব করুক! আমাদের কিসমতে যেন কবর যিয়ারত করা, শিক্ষণীয় দৃষ্টিতে কবরগুলোর দিকে তাকানো এবং মৃত্যুকে সদা স্মরণ করা নসীব হয়। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে অন্যতম একটি কাজ: একদিন আল্লাহর রাস্তায়

পবিত্র হাদিস শরীফের সারাংশ হলো: আল্লাহর রাস্তায় যে পা গুলো ধূলিমলিন হয়, জাহান্নামের আগুন সেগুলোকে স্পর্শ করবে না। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, খণ্ড: ৬, পৃ: ৫০৭, হাদিস: ১৬৩৫৬)** নেকীর দাওয়াত দিতে এবং গুনাহের কাজ থেকে নিষেধ করতে ঘর থেকে বের হওয়াও আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নেকীর দাওয়াত দেওয়ার জন্য

বাজারে তাশরিফ নিয়ে যেতেন এবং বিভিন্ন গোত্রে গিয়েও নেকীর দাওয়াত প্রদান করতেন।

✸ দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলগণও এই অসাধারণ সুন্নাতের ওপর আমল করার চেষ্টা করেন। ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে গিয়ে নেকীর দাওয়াত দেয়। লোকজনকে মসজিদে আসার দাওয়াত দেওয়া হয়। নামাযের প্রতি উৎসাহিত করা হয়। আমরা এটাকে "একদিন আল্লাহর রাস্তায়" বলে থাকি।

✸ আপনিও আশিকানে রাসূলের সাথে মিলে একদিন আল্লাহর রাস্তায় সময় দিন! ! اِنْ شَآءَ اللّٰه الْكَرِيْم এর ফলে আম্বিয়া কেরামের সুন্নাতের ওপর আমলের সৌভাগ্য অর্জিত হবে নেকীর দাওয়াত প্রসার করার সাওয়াব মিলবে হাদিস শরীফ অনুযায়ী, নেকীর পথ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি নেক কাজ সম্পাদনকারীর মতোই সাওয়াবের অধিকারী হবে। **(তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলম, বাবু মা জাআদ-দাল... খণ্ড: পৃ: ৬২৮, হাদিস: ২৬৭০)** আমাদের নেকীর দাওয়াতে যদি মাত্র একজন ব্যক্তিও নেক নামাযী হয়ে যায়, তবে বিশ্বাস রাখুন! আমাদের সৌভাগ্যের আর সীমা থাকবে না।

✸ (যেদিন এবং যে স্থানে "একদিন আল্লাহর রাস্তায়" কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়, সেটির বিবরণ দিন! যেমন বলুন:) প্রতি বুধবার আসরের নামাযের পর ফয়যানে মদীনার আশপাশের মহল্লায় "একদিন আল্লাহর রাস্তায়" কার্যক্রম পরিচালিত হয়, আপনিও উপস্থিত হয়ে যাবেন! আসরের নামায ফয়যানে মদীনাতেই আদায় করুন! এরপর সবাই মিলে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাবো, اِنْ شَآءَ اللّٰه الْكَرِيْم এতে প্রচুর সাওয়াব অর্জিত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

# জানাযার আহকাম

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -এর রিসালা "মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব" থেকে জানাযার আহকাম সম্পর্কে শুনি: প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুটি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) যখন কোনো জান্নাতী ব্যক্তি ইন্তেকাল করেন, তখন আল্লাহ পাক লজ্জা করেন ওই সমস্ত লোককে আযাব দিতে, যারা তাঁর জানাযা বহন করে নিয়ে গেছেন, যারা তাঁর পেছনে হেঁটেছেন এবং যারা তাঁর জানাযার নামায আদায় করেছেন। **(ফিরদাউসুল আখবার, খণ্ড: ১, পৃ: ২৮২, হাদিস: ১১০৮)** (২) মুমিন বান্দাকে মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম এই প্রতিদান দেওয়া হবে যে, তার জানাযায় অংশগ্রহণকারী সকলের মাগফিরাত (ক্ষমা) করে দেওয়া হবে। **(মুসনাদে বাযযার, খণ্ড: ১১, পৃ: ৮৬, হাদিস: ৪৭৯৬)** ✸ জানাযায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন, ফরয আদায়, মৃত ব্যক্তি ও তার আত্মীয়-স্বজনের সান্ত্বনা দেয়া ইত্যাদি ভালো ভালো নিয়তে অংশগ্রহণ করা উচিত। ✸ জানাযার সঙ্গে যাওয়ার সময় নিজের পরিণতির কথা ভাবতে থাকুন যে, আজ যেভাবে একে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ঠিক তেমনি একদিন আমাকেও নিয়ে যাওয়া হবে; যেভাবে একে মাটির নিচে দাফন করা হতে যাচ্ছে, সেভাবেই আমারও দাফন সম্পন্ন করা হবে। এভাবে চিন্তা-ভাবনা করা ইবাদত এবং সাওয়াবের কাজ।

## ঘোষণা

জানাযার অবশিষ্ট আহকাম তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে। সুতরাং সেগুলো জানার জন্য অবশ্যই তরবিয়্যতি হালকায় অংশগ্রহণ করবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

# দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

## (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

**(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)**

## (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

## (৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

## (৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

## (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।

**(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

## (৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

**নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

## (১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ০৫ নভেম্বর ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

# জানাযার অবশিষ্ট আহকাম

✸ জানাযাকে কাঁধ দেওয়া সাওয়াবের কাজ, হাদিসে পাকে রয়েছে: “যে ব্যক্তি জানাযা নিয়ে চল্লিশ কদম চলবে, তার চল্লিশটি কবীরা গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।“ আরেক হাদিস শরীফে আছে: “যে ব্যক্তি জানাযার চার পায়ায় (চার কোণায়) কাঁধ দেবে, তার পরিপূর্ণ ক্ষমা মঞ্জুর করা হবে।” **(জাওহর, পৃ: ১৩৯। দুররে মুখতার, ৩/১৫৮, ১৫৯। বাহারে শরীয়ত, ১/৮২৩)** ✸ সুন্নাত হলো পর্যায়ক্রমে চার পায়ায় কাঁধ দেওয়া এবং প্রতিবার দশ দশ কদম চলা। পূর্ণ সুন্নাত হলো প্রথমে ডান মাথার দিকে কাঁধ দেওয়া, তারপর ডান পায়ের দিকে, তারপর বাম মাথার দিকে, তারপর বাম পায়ের দিকে কাঁধ দেওয়া এবং প্রতিবারে দশ দশ কদম চলা, এভাবে মোট চল্লিশ কদম হলো। **(আলমগিরী, ১/১৬২; বাহারে শরীয়ত, ১/৮২২)** ✸ জানাযাকে কাঁধ দেওয়ার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষকে ধাক্কা দেওয়া যেমনটি কিছু মানুষ কোনো বিশেষ ব্যক্তির জানাযায় করে থাকে তা নাজায়িয, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। ✸ স্বামী তার স্ত্রীর জানাযাকে কাঁধও দিতে পারবে, কবরেও নামাতে পারবে এবং মুখও দেখতে পারে। কেবল গোসল দেওয়ার সময় এবং পর্দা বা আড়াল ছাড়া সরাসরি শরীর ছোঁয়াটা নিষেধ রয়েছে। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮১২, ৮১৩)** ✸ জানাযার সঙ্গে উচ্চস্বরে কালিমায়ে তায়্যিবা, কালিমায়ে শাহাদাত কিংবা হামদ ও নাত ইত্যাদি পড়া জায়িয।

**(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/১৩৯ থেকে ১৫৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

# দুনিয়া ও আখিরাতের অপদস্ততা থেকে মুক্তির দোয়া

দাওয়াতে ইসলামী সাপ্তাহিক ইজতিমার সিডিউল অনুযায়ী "দুনিয়া ও আখিরাতের অপদস্ততা থেকে মুক্তির দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتِیْ فِی الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنِیْ مِنْ خِزْیِ الدُّنْیَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ۔

**অনুবাদ:** হে আল্লাহ সমস্ত কার্যাদির মধ্যে আমার পরিণাম ভালো করো এবং আমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি থেকে হেফাযত করো।

**(ফয়যানে দোয়া, পৃ: ৩১৬)**

# সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

**(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং- ৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

**বিঃ দ্রঃ-** নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

## দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে

নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের

পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

## কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

☆ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ☆ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ☆ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

## সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

## মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

## বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

## আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

**হে আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد